করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১. করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং অধিনস্ত দপ্তর/ সংস্থার সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ কর্ম এলাকায় সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩. সকল সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে করোনা প্রতিরোধে এবং যে কোন প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কন্ট্রোল রুম স্থাপন এবং হটলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

৪. সারাদেশে যে কোন প্রকার জনসমাগম রোধ এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরগণের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কাজ করছে।

৫. চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন খাত/ প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুনঃউপযোজন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় কার্যক্রম জোরদার করা জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৬. সম্প্রতি বিদেশ ফেরৎ সকল ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে জনসম্মুখে না আসার জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এলাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

৭. সরকার প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা, সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে, মাননীয় মেয়র/ কাউন্সিলরগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ অতি দরিদ্র/ দুস্থ ও কর্মহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে রান্না খাবারও বিতরণ করা হচ্ছে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা পরিবারসমূহকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর সহায়তা করা হচ্ছে।

৮. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় বার্তাসমূহ মাইকিং, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, মুজিবর্ষ পালন উপলক্ষে স্থাপিত ক্ষণগণনা যন্ত্র, ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে এবং ক্যাবল অপারেটরগণের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।

৯. সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফুটপাত, ফুটওভারব্রীজ, কোয়ারেন্টাইন এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল, বাজার, মসজিদ, বাস টার্মিনাল, বাস টার্মিনালে রাখা গণপরিবহন, ডাস্টবিন, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল, বস্তিসমূহ এবং জনসমাগম হয় এরকম স্থানসমূহে জীবাণুনাশক, ব্লিচিং

পাউডার ছিটানো হয়েছে এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হচ্ছে। কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন পার্টনার এনজিওদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

১০. **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ১২ টি সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে মোট ১৮.৫০ কোটি টাকা জরুরি অর্থ সহায়তা বরাদ্দ প্রদান করেছেন। একই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের অনুকূলে ৯.৫২ কোটি টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহের অনুকূলে মোট ৫.০০ কোটি টাকা জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।**

১১. ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ২.০০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১২. সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ হাসপাতালগুলোকে জরুরি প্রয়োজনে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতালে ২০০ শয্যার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অন্যান্য সকল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ হাসপাতালগুলোকে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

১৩. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে কাঁচাবাজারসমূহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যাপক মার্কিং করা হয়েছে।

১৪. করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহের ফেইসবুক পেইজে প্রচার অব্যাহত আছে।

১৫. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সকল কার্যক্রম সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার সাথে নিবিড় সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৬. **স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১(এক) দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়েছে।**

১৭. **করোনাভাইরাস সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে ১০টি গাড়ি প্রদান করা হয়েছে।**

১৮. ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাঁদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত/ পরামর্শ অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১৯. **করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদেরকে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার মালিকানাধীন কবরস্থান/ শ্মশানে যথাযথ ব্যবস্থাপনায় সমাহিত করা হচ্ছে। কবরস্থানে দায়িত্বপালনকারী সকল ব্যক্তির দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে যথযথ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে।**

২০. গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পিপিই বিতরণ করেছে।

২১. স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে মাঠ পর্যায়ে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং দপ্তর/ সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং সকল কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

২২. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল জনপ্রতিনিধি করোনা পরিচ্ছিতিতে সরকারের ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম/ দুর্নীতির সাথে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ১৬ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।**

২৩. সকল ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকায় এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কর্তৃক পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২৪. **জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০ টি জেলায় আইসোলেশন সেন্টারের জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ওয়াস বেসিন স্থাপন করা হয়েছে। আইসোলেশন সেন্টার বৃদ্ধি পেলে চাহিদার আলোকে আরও ল্যাট্রিন ও ওয়াস বেসিন স্থাপন করা হবে।**

২৫. উল্লেখ্য, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২৬. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং এবং সরেজমিন পরিদর্শন করছেন।

২৭. এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) জনাব অমিতাভ সরকার-কে এ বিষয়ে ফোকাল পার্সন হিসেবে মনোনিত করা হয়েছে।

বি.দ্র: অনুবিভাগ/ অধিশাখাভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কার্যক্রম পৃথকভাবে প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত।

সিটি কর্পোরেশনসমূহ গৃহীত কার্যক্রম

১. সিটি কর্পোরেশনের সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ কর্ম এলাকায় সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২. সকল সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে করোনা প্রতিরোধে এবং যে কোন প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কন্ট্রোল রুম স্থাপন এবং হটলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

৩. সকল সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরগণের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কাজ করছে। সম্প্রতি বিদেশ ফেরৎ সকল ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিশ্চিত করতে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এলাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

৪. সরকার প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা, সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে, মাননীয় মেয়র/ কাউন্সিলরগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ অতি দরিদ্র/ দুস্থ ও কর্মহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে রান্না খাবারও বিতরণ করা হচ্ছে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা পরিবারসমূহকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর সহায়তা করা হচ্ছে।

৫. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় বার্তাসমূহ মাইকিং, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, মুজিবর্ষ পালন উপলক্ষে স্থাপিত ক্ষণগণনা যন্ত্র, ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে এবং ক্যাবল অপারেটরগণের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।

৬. সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফুটপাত, ফুটওভারব্রীজ, কোয়ারেন্টাইন এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল, বাজার, মসজিদ, বাস টার্মিনাল, বাস টার্মিনালে রাখা গণপরিবহন, ডাস্টবিন, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল, বস্তিসমূহ এবং জনসমাগম হয় এরকম স্থানসমূহে জীবাণুনাশক, ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হচ্ছে। কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন পার্টনার এনজিওদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৭. ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ২.০০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৮. সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ হাসপাতালগুলোকে জরুরি প্রয়োজনে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতালে ২০০ শয্যার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অন্যান্য সকল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ হাসপাতালগুলোকে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

৯. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে কাঁচাবাজারসমূহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যাপক মার্কিং করা হয়েছে।

১০. করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহের ফেইসবুক পেইজে প্রচার অব্যাহত আছে।

১১. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সকল কার্যক্রম সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার সাথে নিবিড় সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে।

১২. স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১(এক) দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়েছে।

১৩. ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাঁদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত/ পরামর্শ অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১৪. করোন ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদেরকে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার মালিকানাধীন কবরস্থান/ শ্মশানে যথাযথ ব্যবস্থাপনায় সমাহিত করা হচ্ছে। কবরস্থানে দায়িত্বপালনকারী সকল ব্যক্তির দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে যথযথ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে।

১৫. গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পিপিই বিতরণ করেছে।

পৌরসভা অধিশাখা হতে গৃহীত কার্যক্রম:

১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের "বিশেষ থোক (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী)" উপ-খাত হতে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) মোকাবেলার নিমিত্ত ৩২৮ টি পৌরসভার অনুকূলে জীনাণুনাশক ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৯,৫২,০০,০০০.০০ টাকা (নয় কোটিবায়ান্ন লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা সদরস্থ 'ক' শ্রেণির পৌরসভা (৫৩টি পৌরসভা) প্রতি ৫ লক্ষ টাকা করে, জেলা সদরের বাইরের 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার (১৩৭টি পৌরসভা) প্রতি ৩ লক্ষ টাকা করে,
অবশিষ্ট ১৩৮ টি খ ও গ শ্রেণির (খ শ্রেণীর ৯৯টি এবং গ শ্রেণীর ৩৯টি) পৌরসভা প্রতি ২.০০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২. ডেঙ্গুর প্রকোপ এবং বর্তমান করোনা ভাইরাস মোকাবিলার লক্ষ্যে বৈদেশিক ওঅভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উপখাতের ৫ কোটি টাকা অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে সমন্বয়পূর্বক মশক নিধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকার্যক্রমের জন্য খ' ও 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৩. ত্রাণ বিতরণে পৌরসভার জনপ্রতিনিধিগণ এবং কর্মচারীগণকোনরকম অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে সাময়িক বরখাস্তসহ ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়ে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে মনিটরিং টিম গঠন কর হয়েছে।

৪. করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পৌরসভার কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য একটি Whats App গ্রুপ খোলা হয়েছে।
এ গ্রুপের মাধ্যমে পৌরসভায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের মানুষ, বস্তিবাসি, বেকার শ্রমিক, চা শ্রমিক, রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক, মটরযান শ্রমিক, নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিক, চা দোকানদার, দিনমজুর, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, স্বামী পরিত্যক্তা/ বিধবা নারী, ভিক্ষুক বেদে, হিজড়া, দুলে সম্প্রদায়, পথশিশু, রিক্সা/ভ্যানচালক সহ সকল অসহায় গরীব ব্যক্তিদের মাঝে ত্রাণ বিতরনেরনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পৌরসভাগুলো হতে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম , কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, হোম কোয়ারেন্টিননিশ্চিতকরণ, মশক নিধন ইত্যাদি কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন এগ্রুপের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম:

১। করোনাভাইরাস সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে ১০টি গাড়ি প্রদান করা হয়েছে।

২। শ্রমঘন কাজে নিয়োজিত দরিদ্র শ্রমিকদের পারিশ্রমিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হচ্ছে।

৩। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে শ্রমঘন ও জরুরি উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

৪। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে অবস্থান করে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জেলা পরিষদ অধিশাখার কার্যক্রম:

১। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে জনসাধারণের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/ হ্যান্ড ওয়াশ, মাস্ক ইত্যাদি বিতরণ ও করোনার বিস্তাররোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। জেলা পরিষদের ত্রাণ তহবিল হতে করোনা সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দরিদ্র ও দুস্থদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩। করোনার কারণে কর্মহীন/ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের জন্য এডিপির সংরক্ষিত উপখাত হতে কয়েকটি জেলা পরিষদে এ পর্যন্ত ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৪। এডিপি'র ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে অপ্রত্যাশিত (প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি) শিরোনামে একটি নতুন উপখাত সৃষ্টি করে বিদ্যমান দেশ ও বিদেশ প্রশিক্ষণ উপখাতসহ দুটি উপখাতের অব্যয়িত অর্থ উক্ত উপখাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ হয়েছে। উক্ত নবসৃষ্ট উপখাতে প্রস্তাবিত ১৬ কোটি টাকা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জেলা পরিষদসমূহে বরাদ্দ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

৫। এছাড়াও, এডিপি বরাদ্দের সংরক্ষিত উপখাতের অর্থ হতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলা পরিষদে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম:

করোনা ভাইরাস বিস্তাররোধে উপজেলা অধিশাখা কর্তৃক জরুরী গৃহীত উদ্যোগ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

১. উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অপ্রত্যাশিত খাতের ৫ লক্ষ টাকা হতে ব্যয়ের বিষয়ে স্পষ্টিকরণ এবং আরও অধিক অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হলে এ বিভাগের নিকট হতে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহনের বিষয়ে সকল উপজেলা পরিষদকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে -

২- ইউনিয়ন পর্যায়ে মাস্ক , স্যানিটাইজার , জীবাণু নাশক,পিপিই ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ৪৯২টি উপজেলায় মোট ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে -

৩- উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিবিধ খাতে (ত্রাণ কার্য) বরাদ্দকৃত ৫% অর্থ হতে ব্যয় বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে -

৪- উপজেলাসমূহে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষে এডিপির অন্যান্য উপখাতের (বাসা বাড়ি মেরামত / নির্মাণ , অডিটোরিয়াম নির্মাণ ও বিদেশ প্রশিক্ষণ) অব্যয়িত অর্থ মোট ২৪- ৪৫ কোটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত উপখাতে আনয়নের লক্ষে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে -

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

করোনা মহামারি সংক্রান্তে পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিবিধ খাতে (ত্রাণ কার্য) বরাদ্দের পরিমান ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% এ উন্নীতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ অনুবিভাগের কার্যক্রম:

- করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যকে স্ব স্ব কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সকল সদস্য ও কর্মচারীর বেতন ভাতাদি দ্রুত ছাড় করা হয়েছে।
- সরকারের ত্রাণ সহায়তা কাজে অনিয়মের জন্য দায়ী ৮ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ১৬ জন সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে LGSP-3 শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) পরিবারকে পরিবার প্রতি ২,০০০.০০টাকা (দুই হাজার টাকা) মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য সর্বমোট ৯০.০০ (নব্বই) কোটি টাকা প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাংক বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- এক্টিভেটিং ভিলেজ কোর্ট ফেইজ-২ এর আওতায় ১,০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) পরিবারকে ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা করে মোট ২২.০০ (বাইশ) কোটি টাকা প্রদানের জন্য ইউএনডিপি বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

পানি সরবরাহ অনুবিভাগের কার্যক্রম

- সকল ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকায় এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কর্তৃক পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই গ্রাহকের পানির লাইন বিচ্ছিন্ন করা যাবে না মর্মে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াস বেসিন স্থাপন করার জন্য সকল ওয়াসা ও ডিপিএইচইকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ওয়াসা এবং ডিপিএইচই তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- সকল ওয়াসা ও ডিপিএইচই কে তাদের অধিন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানি ছিটাতে বলা হয়েছে। ওয়াসা ও ডিপিএইচই অধিভুক্ত এলাকায় নিজস্ব পরিবহন (ওয়াটার কেরিয়ার) এর মাধ্যমে এবং যে সকল এলাকায় পরিবহন সংকট রয়েছে সেখানে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানি ছিটানো কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।
- ইউনিসেফের সহায়তায় ডিপিএইচই কর্তৃক সপ্তাহে একবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল তত্বাবধায় প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সাথে ভার্চুয়াল সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এ ভার্চুয়াল সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করছেন।
- ওয়াসা অধিভুক্ত এলাকায় গ্রহকের পানির বিল জুন পর্যন্ত জরিমানা (বিলম্ব ফি) ব্যতিত অনলাইনে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল ওয়াসাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ডিপিএইচই কর্তৃক ২০ টি জেলায় আইসোলেশন সেন্টারের জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ওয়াস বেসিন স্থাপন করা হয়েছে। আইসোলেশন সেন্টার বৃদ্ধি পেলে চাহিদার আলোকে আরও ল্যাট্রিন ও ওয়াস বেসিন স্থাপন করা হবে।

- যে সকল এলাকায় স্কুল বা কলেজ ভবনে আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে সেখানেই ডিপিএইচই কর্তৃক স্যানিটারী ল্যাট্রিণ ও ওয়াস বেসিন স্থাপন হচ্ছে।
- এক্ষেত্রে সম্ভাব্য রোগী, সেবাপ্রদানকারী চিকিৎসক, নার্স এবং নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে পৃথক ল্যাট্রিণ ও ওয়াস বেসিন নির্মাণ করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- আইসোলোশন সেন্টারসমূহে সম্ভাব্য রোগী, সেবাদানকারী ডাক্তার, নার্স ও নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য পৃথকভাবে নিম্নবর্ণিত চারটি কাজ করা হয়েছে-
    - সাবমারসিবল পাম্পযুক্ত নলকূপ স্থাপন।
    - গোসলখানা তৈরী।
    - ওয়াস বেসিন তৈরী।
    - স্যানিটারী ল্যাট্রিণ স্থাপন।
- জেলা সদরে ১০টি করে এবং উপজেলায় ০২টি করে ওয়াস বেসিন স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য নলকূপের খুচড়া যন্ত্রাংশ বিনামূলে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- পল্লী অঞ্চলে প্রতিটি নলকূপ সচল রাখতে প্রত্যেক উপজেলায় মেকানিকদের সমন্বয়ে একটি ‘Rapid Response Team’ গঠন করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প সমূহে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কর্তৃক কক্সবাজার জেলায় মিয়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:
    - বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাইকা ও ইউনিসেফ এর সহায়তায় ১৬ টি মিনি পাইপ ওয়াটার স্কীম চালুর মাধ্যমে সার্বক্ষনিক পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
    - টেকনাফের ৩টি ক্যাম্পে (২৫নং, ২৬নং ও ২৭নং) পানির সংকট নিরসনে ৪ টি ওয়াটার ক্যারিয়ারের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
    - শরনার্থী ক্যাম্পের টয়লেট সমূহ নিয়মিত ডি-স্লাজিং করা হচ্ছে এবং টয়লেটের পাশে হ্যান্ড ওয়াশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
    - শরনার্থী ক্যাম্পের বাজার ও শেল্টার সমূহে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইজিন প্রমোশন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ওয়াশ ক্লাষ্টারের সকল জাতিসংঘ সংস্থা, দেশি এবং আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থার সাথে স্বমন্বয় করে কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং ওয়াশ সেক্টরের মাধ্যমে NCOVID-19 Strategy Develop করার কাজ চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- সকল পাবলিক প্লেস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি/বেসরকারি অফিসে লক-ডাউন উঠে যাবার পরেও নিয়মিত হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।
- উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সকল ওয়াসাকে 'Life after Lock-Down: A Comprehensive Survival Plan' শিরোনামে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
- কভিড-১৯ (করোনা) সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও লক-ডাউন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হবে।

. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।